নবম শ্রেণি

বিষয় : বাংলা

নব নব সৃষ্টি
সৈয়দ মুজতবা আলী

নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর কম - বেশি ১৫০ শব্দে লেখো :

১. বাংলাভাষায় এখনো সংস্কৃত চর্চার প্রয়োজন, ইংরেজির বেলাতেও তাই — প্রাবন্ধিকের এমন ভাবনার কারণ কী?

উঃ সৈয়দ মুজতবা আলীর মামদোর পুনর্জন্ম প্রবন্ধের সংক্ষেপিত ও সম্পাদিত অংশ নব নব সৃষ্টি থেকে আমরা জানতে পারি যে প্রাবন্ধিক মনে করেন বাংলাভাষায় এখনো সংস্কৃত এবং ইংরেজি শব্দঋণের বিশেষ প্রয়োজন আছে। সংস্কৃতচর্চা এদেশে বাংলাভাষার উৎপত্তির বহুপূর্ব থেকেই ছিল বলে সে ভাষার অনেক শব্দ বাংলায় ঢুকেছে এবং এখনো এই আত্মনির্ভরশীল ভাষাটি থেকে আমাদের মাতৃভাষার সমৃদ্ধির জন্য বহু শব্দের প্রয়োজন। সংস্কৃতচর্চা উঠিয়ে দিলে আমরা আমাদের চিন্তাচেতনার প্রধান খাদ্য থেকে বঞ্চিত হব বলেই প্রাবন্ধিক মনে করেন। অপরদিকে, দর্শন, নন্দনশাস্ত্র, পদার্থবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা ইত্যাদি জ্ঞান এবং ততোধিক প্রয়োজনীয় বিজ্ঞানের শব্দের জন্য আমরা এখনো ইংরেজি ভাষার দ্বারস্থ হতে বাধ্য। উদাহরণ স্বরূপ তিনি বলেছেন রেলের ইঞ্জিন চালনা সম্পর্কে আমাদের ইংরেজি শব্দের জ্ঞান আবশ্যক। অর্থাৎ বিভিন্ন টেকনিক্যাল বা প্রযুক্তিবিদ্যার আয়ত্তীকরণে ইংরেজি ভাষার কাছে আমাদের ঋণী থাকতেই হবে।

প্রবন্ধের মুখপাতেই তাই প্রাবন্ধিক স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, আমরা প্রয়োজন মতো এবং অপ্রয়োজনেও ভিন্ন ভিন্ন ভাষা থেকে শব্দ নিচ্ছি। বিশেষত ইংরেজি থেকে ইংরেজির মারফতে অন্যান্য ভাষা থেকেও শব্দ নিচ্ছি।

২. ''বাঙালির চরিত্রে বিদ্রোহ বিদ্যমান'' — প্রসঙ্গ উল্লেখ করে উদ্ধৃতিটির তাৎপর্য লেখো।

উঃ সৈয়দ মুজতবা আলী রচিত 'নব নব সৃষ্টি' পাঠ্যাংশে আমরা এই উদ্ধৃতিটি পেয়েছি। প্রাবন্ধিক মনে করেছেন, যে কোনো গতানুগতিকতার ঊর্ধ্বে উঠে নব নব পথে প্রাণের পুণ্যে ঋদ্ধ হতে বাঙালির কোথাও সমস্যা হয়না, কারণ সমস্যা হলে সে গতানুগতিকতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতেও দ্বিধা করেনা।

উদ্ধৃত বাক্যের তাৎপর্য ব্যাখ্যায় প্রাবন্ধিক বলেছেন রাজনীতি, ধর্ম, সাহিত্য, যখনই বাঙালি যেখানে সত্য শিব সুন্দরের সন্ধান পেয়েছে তখনই সে তা গ্রহণ করতে চেয়েছে। তখন তাকে কেউ ওটি 'গতানুগতিক পন্থা' বা 'প্রাচীন ঐতিহ্য' -- এর দোহাই দিয়ে থামাতে গেলে সে ঐ বাধার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়েছে। আবার আর চেয়েও বড়ো কথা —এই বিদ্রোহে যদি উচ্ছৃঙ্খলতার আবিলতা দেখা দেওয়ার সম্ভাবনা হয়েছে বাঙালি সেই অনভিপ্রেত অবস্থার বিরুদ্ধেও বিদ্রোহ করেছে।

এই প্রসঙ্গে সৈয়দ মুজবতা আলী বাঙালিজাতির এক বৃন্তে দুইটি কুসুমের সেই একাত্মতা স্মরণ করিয়ে বলেছেন — এই বিদ্রোহী সত্তা হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে তাবৎ বাঙালির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, ধর্ম যাই হোক জাতীয় চরিত্রে কোনো বদল নেই।

৩. ''বিদেশি শব্দ নেওয়া ভালো না মন্দ সে প্রশ্ন অবান্তর'' — কোন প্রসঙ্গে এই মন্তব্য? মন্তব্যের যাথার্থ্য বিচার করো।

উঃ 'নব নব সৃষ্টি' পাঠ্যাংশে সৈয়দ মুজতবা আলী ভাষায় গৃহীত শব্দঋণের নিরিখে সংস্কৃত, গ্রিক, হিব্রু, আবেস্তা, আরবিকে আত্মনির্ভরশীল আর বাংলা, ইংরেজিকে আত্মনির্ভরশীল নয় বলে মনে করেছেন। সেই প্রসঙ্গেই প্রাবন্ধিক প্রশ্নোদ্ধৃত বাক্যটি বলেছেন।

বাংলা তথা ইংরেজি ভাষা প্রয়োজনে এবং অপ্রয়োজনেও বহুল পরিমাণে বিদেশি শব্দের ঋণ গ্রহণ করেছে। যেসব ভাষার সংস্পর্শে তারা এসেছে নতুনতর জীবনযাত্রা - সংস্কৃতির পরিচিতির সঙ্গে সঙ্গেই সেসব ভাষার শব্দেও এই দুই আধুনিকভাষার ভাণ্ডার ভরে উঠেছে ক্রমাগত। আমাদের মাতৃভাষা প্রসঙ্গে প্রাবন্ধিক বলেছেন পাঠান -মোগল আমলে যেমন আরবি-ফারসি ভাষার শব্দবলি আমরা গ্রহণ করেছি তেমনি পরবর্তী সময়ে ইংরেজ রাজত্বকালে ইংরেজি ও তার মাধ্যমে অন্যান্য বিদেশি শব্দ গ্রহণ করেছি। পর্তুগিজ আলু-কপি আজ আমাদের চিরচেনা বাংলা শব্দ।

এই প্রসঙ্গেই তিনি আরো বলেছেন আমাদের দেশের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকগণ — রবীন্দ্রনাথ, নজরুল ইসলাম, পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এবং হিন্দি কথাসাহিত্যের 'বঙ্কিম' মুন্সী প্রেমচাঁদ অনায়াস দক্ষতায় দেশি-বিদেশি শব্দের যুগলবন্দিতে চিরন্তন কালজয়ী সাহিত্যসৃষ্টি করে গেছেন।

অতএব, প্রাবন্ধিকের মতানুযায়ী বলাই যায় বিদেশি শব্দ ভালো না মন্দ সে প্রশ্ন অবান্তর।